Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Excellence in education
Plot No-A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

কালের কণ্ঠ
কালের কণ্ঠ, ১০-১২-২০২৩ পৃ. ১০

কম খরচ ও বৃত্তি ব্যবস্থায় এগিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক শামস রহমান
উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

কালের কণ্ঠ : আপনার বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আলাদা করবেন?

শামস রহমান : আমাদের দেশে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আছে, যারা অর্থের অভাবে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এসব শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে এগিয়ে এসেছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। আমরা চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সব শ্রেণির শিক্ষার্থী আসবে। আমাদের টিউশন ফি অন্যান্য বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কম।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তি দিচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের আমরা অনেক সময় শতভাগ বৃত্তি দিয়ে থাকি। অন্যান্য ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় এখানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। পাশাপাশি এখানে টিউশন ফির হারও অনেক কম। মূলত শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশের সুযোগ দিতে কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

কালের কণ্ঠ : মানসম্মত পাঠদানের জন্য আসলে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়?

শামস রহমান : শিক্ষার্থীদের মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত পাঠদানের ওপর। শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মন্তব্যকে আমরা গুরুত্ব দিই। এ ছাড়া শিক্ষকদের পদোন্নতিতে পিএইচডি ডিগ্রিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বর্তমানে এখানে শিক্ষক রয়েছেন পাঁচ শতাধিক। এর মধ্যে পূর্ণ সময়ে ৩১৭ জন এবং খণ্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা ২০০ জন। পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক রয়েছেন ১২৬ জন।

শিক্ষকদের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। যেসব শিক্ষক বিদেশে পিএইচডি ডিগ্রি নিতে চান, তাঁদের পাঁচ বছরের ছুটি দেওয়াসহ দীর্ঘ

অধ্যাপক শামস রহমান

সময় পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়। আমরা আশা করি, এসব শিক্ষক ডিগ্রি অর্জন শেষে দেশে ফিরে আসবেন। অনেকেই এভাবে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসেছেন, আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি।

কালের কণ্ঠ : কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি দেখেন আপনারা?

শামস রহমান : এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে 'ল'। এখানে একটি বার আছে, তবে আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকার কারণে চাহিদা থাকলেও সব শিক্ষার্থী ভর্তি করানো সম্ভব হয় না। বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে এবং আগ্রহ প্রকাশ করছে। মূলত প্রকৌশলেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এখন বেশি। এ ছাড়া ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সোশ্যাল সায়েন্সসহ অন্যান্য বিষয় ধারাবাহিকভাবে চলছে।

কালের কণ্ঠ : কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে আপনাদের কোনো ভূমিকা থাকে কি না?

শামস রহমান : ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্ট কাউন্সিল নামে শিক্ষার্থীরা একটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা এবং চাকরি পেতে নানা পরামর্শ দেওয়া হয়। কাউন্সিলের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ওই বিষয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এসব প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে চাকরিপ্রার্থীরা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের ২৫টি ক্লাব আছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়া শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনেও তারা এসব ক্লাব থেকে নানা সুবিধা নিতে পারে।

কালের কণ্ঠ : গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান কোন পর্যায়ে?

শামস রহমান : শুধু বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং নয়, শিক্ষকদের মানোন্নয়নেও গবেষণা প্রয়োজন। র‍্যাংকিংয়ের সাত-আটটি মাপকাঠির মধ্যে গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এবং সাস্টেনেবিলিটি নির্ভর করে। ফলে গবেষণার জন্য তহবিল ও অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দুই ধরনের গবেষণা চলমান। সোশ্যাল সায়েন্স ও বিজনেজ বিষয়ে এক ধরনের গবেষণা হয়, অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশল বিষয়ে ভিন্ন ধরনের গবেষণার প্রয়োজন হয়। বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সোশ্যাল সায়েন্স বা এ ধরনের গবেষণা করা হয়। গবেষণা শুধু কাগজে-কলমে না রেখে আমরা তা বাস্তব জীবনের ওপর প্রতিফলন দেখতে চাই।

কালের কণ্ঠ : আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

শামস রহমান : চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে লক্ষ্য করে আমরা শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই। কারণ চাকরির বাজার অনেকটাই প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। সময় উপযোগী নিত্যনতুন কোর্স ডিজাইন এবং আগের কোর্সগুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানবসম্পদে পরিণত করতে চাই। ভবিষ্যতে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক চেইন, মেশিন লার্নিং ও থ্রিডি প্রিন্টিং বিষয়গুলো আধুনিকায়ন ও যুক্ত করব, যেন কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বাধার কারণে বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া বন্ধ আছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই বাধা থাকবে না। তখন আমরা দেশের সেরা পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রি দিতে চাই। গবেষণা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিজেদের অর্থায়নের বাইরে দেশ-বিদেশ থেকে তহবিল আনার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেটা হতে পারে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, দেশের গার্মেন্টি সেক্টর বা ফার্মেসিসহ বিভিন্ন সেক্টর। এই তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা করে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা এবং সেই সমাধান নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানোই আমাদের লক্ষ্য।

বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে। মাত্র ২০ জন শিক্ষার্থী ও ছয়জন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে তিনটি অনুষদের অধীনে ১৪টি বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আছে পেশাদার মনোবিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত মানসিক সেবা কেন্দ্র।

কালের কণ্ঠ : আপনাকে ধন্যবাদ।

শামস রহমান : কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আফতাবনগর ক্যাম্পাস। ছবি: সংগৃহীত